চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন বাজেট ২০২১-২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

উপস্থিত সম্মানিত মেয়র প্যানেলবৃন্দ, সম্মানিত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সম্মানিত সাধারণ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলরবৃন্দ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভাগীয় প্রধানগণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সম্মানিত সাংবাদিকবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম। অন্য ধর্মাবলম্বীদেরকে জানাই নমস্কার।

প্রথমে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ইতিহাসের নির্মম হত্যাকাণ্ডে নিহত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যসহ সকল শহিদদের। সাথে সাথে স্মরণ করছি ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সকল শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং বীরঙ্গনাদের, যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আজকের এই স্বাধীন সার্বভৌম সফল বাংলাদেশ আমরা পেয়েছি। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ৫২-এর ভাষা শহিদগণকে, যাঁরা বুকের পবিত্র রক্ত দিয়ে মাতৃভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। সাথে সাথে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি গণতন্ত্রের মানসকন্যা, মানবতার মাতা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি, আমাকে মেয়র হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করে চট্টগ্রামের নগরবাসীর সেবা প্রদানের সুযোগ করে দেয়ার জন্য।

প্রাচ্যের রানি নামে খ্যাত বীর প্রসবিনী চট্টগ্রাম সাগর, পাহাড়, নদী ও সমতলভূমি পরিবেষ্টিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। একদিকে বঙ্গোপসাগরের বিশালতা, অন্যদিকে পাহাড়ের অনিন্দ্যসৌন্দর্য ও মৌনতা। কর্ণফুলী ও হালদার নির্মল মিতালিতে প্রকৃতি যেন চট্টগ্রামকে সাজিয়ে দিয়েছে অপরূপ সাজে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মেলবন্ধনে চট্টগ্রামের রয়েছে সুপ্রাচীন গর্বিত ইতিহাস। দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রামে অবস্থিত হওয়ায় এশিয়া তথা প্রাচ্যের সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে চট্টগ্রামের রয়েছে অসামান্য অবদান। এ-দেশের জাতীয় আয়ের সিংহভাগ জোগান দেয় চট্টগ্রাম। তাইতো বলা হয়– চট্টগ্রামের উন্নয়ন মানেই সমগ্র দেশের উন্নয়ন। বাণিজ্যিক রাজধানী নামে খ্যাত চট্টগ্রাম মহানগরীর উন্নয়নে যে-কয়টি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে তার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। এ-নগর শুধু প্রাকৃতিক সম্পদেই ঐশ্বর্যমণ্ডিত নয়, এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন জ্ঞানী, গুণী, সুফি-সাধক, পণ্ডিত, বিপ্লবী, সাংবাদিক, কবি, সাহিত্যিক ও রাজনীতিক। তাঁরাও স্ব-স্ব মহিমায় উদ্ভাসিত। তাই বলা হয় বারো আউলিয়ার চট্টগ্রাম, বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম। স্বাধীনতা সংগ্রাম, ভাষা আন্দোলন ও ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সূতিকাগার এ-চট্টগ্রাম।

সময়ের আবর্তে এই নগরে বৃদ্ধি পেয়েছে জনসংখ্যা, গড়ে উঠেছে শিল্পাঞ্চল, প্রসার ঘটেছে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের, সৃষ্টি হয়েছে কর্মসংস্থানের, বিস্তার লাভ করেছে শিক্ষার, বৃদ্ধি পেয়েছে নাগরিক চাহিদার। বাজেট কোনো প্রতিষ্ঠানের শুধু আয়-ব্যয়ের হিসাব নয়, এটি সার্বিক কর্মকাণ্ডের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও উন্নয়নের রূপরেখা সংবলিত একটি দলিল। মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর এই বাজেট অধিবেশন ও বাজেট ঘোষণার দায়িত্বপালন করতে পেরে আমি পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নিকট শুকরিয়া আদায় করছি এবং সাথে সাথে আমি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করছি এ মহানগরীর সর্বস্তরের সম্মানিত নগরবাসীকে যাঁরা আমাকে মেয়রপদে নির্বাচিত করে জনগণের সেবার সুযোগদান করেছেন। নগরবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানোর প্রত্যাশা ও চট্টগ্রাম মহানগরীকে পরিবেশগত, প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ও বসবাসযোগ্য নগরীতে পরিণত করার স্বপ্ন নিয়ে বাজেট অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী সকলকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ১ হাজার ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকার সংশোধিত বাজেট ও ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ২ হাজার ৪ শত ৬৩ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকার প্রস্তাবিত বাজেট নগরবাসীর সামনে উপস্থাপন করছি।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ১৯৮৮ সালের সরকার অনুমোদিত ৩১৮০টি পদের জনবল কাঠামো রয়েছে। ১৯৮৮ সালের অনুমোদিত একটি জনবল কাঠামো থাকলেও তার বিপরীতে কোনো নিয়োগবিধি না থাকায় নিয়োগ ও পদোন্নতিতে

স্থবিরতা দেখা দেয়। দীর্ঘ প্রায় ৩১ বছর পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক বদান্যতায় বিগত ১৬/০৪/২০১৯ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্মচারী চাকরি বিধিমালা ২০১৯ অনুমোদন দেয়া হয়েছে যা বিগত ১১/০৭/২০১৯ তারিখের এস.আর.ও. নং-২৪৩-আইন/২০১৯ মূলে গেজেটভুক্ত। এজন্য, আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সম্প্রতি অতিরিক্ত ১০৪৬টি পদ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ষাট লক্ষ নগরবাসীকে যথাযথ নাগরিকসেবা প্রদানে বিভিন্ন সময়ে অস্থায়ীভিত্তিতে লোক নিয়োগ করে কর্পোরেশনের বিশাল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কর্মপরিধি বর্তমানে বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমান ও ভবিষ্যতের চাহিদার আলোকে ৯৬০৪ জনের একটি পূর্ণাঙ্গ জনবল কাঠামো অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। নাগরিকদের সেবা তাঁদের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে ইতোমধ্যে সিটিজেন চার্টার প্রস্তুতপূর্বক কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার সর্বক্ষেত্রে নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে ই-নথি ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই)-এর সহযোগিতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অর্গানোগ্রাম অনুসারে নথি ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য অ্যাকাউন্ট (ই-নথি অ্যাকাউন্ট) খোলা হয়েছে। সচিবালয় বিভাগের বেশ কিছু ফাইল ই-নথির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালাও চলমান রয়েছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সকল বিভাগের নথি, ই-নথি সিস্টেমের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে। এ ছাড়াও নগরে ৪১টি ওয়ার্ড কার্যালয় হতে প্রদত্ত সকল ধরনের সনদপত্র/প্রত্যয়নপত্র অনলাইনের মাধ্যমে প্রদানের ব্যবস্থাগ্রহণ করা হয়েছে।

রাজস্ব এবং হিসাব বিভাগের সকল ধরনের কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের আরবান পাবলিক এন্ড এনভায়রনমেন্টাল হেলথ কেয়ার ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের (UPEHCDP) মাধ্যমে হোল্ডিং ট্যাক্স, ট্রেড লাইসেন্সসহ সকল ধরনের ফি/চার্জ অনলাইনে গ্রহণের নিমিত্তে সফ্টওয়্যার প্রণয়ন, ব্যাঙ্কের সাথে সমঝোতা চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে এবং সফ্টওয়্যারটি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য ভেন্ডার নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরেই পৌরকর ও ট্রেড লাইসেন্স শতভাগ অনলাইনে আদায়/প্রদান করা সম্ভব হবে। যান্ত্রিক শাখার সকল ধরনের কার্যক্রম সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে পরিচালনার লক্ষ্যে ট্রান্সপোর্ট পুল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রণয়ন করা হয়েছে। এ সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে বিদ্যমান গাড়িসমূহের সকল ধরনের তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। ইতোপূর্বে প্রণীত স্টোর ম্যানেজমেন্ট ও ফুয়েল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের সাথে এ সফ্টওয়্যারের সাথে ইন্টিগ্রেশন করা হয়েছে। এ ছাড়া সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে করার উদ্যোগগ্রহণ করা হয়েছে।

আমরা যারা চট্টগ্রামে বসবাস করি, মনে করতে হবে চট্টগ্রাম আমাদের। সরকারের কাছ থেকে সব কিছু নিয়ে নগর উন্নয়ন সম্ভব নয়। আপনাদের সহযোগিতা, চিন্তা-চেতনা, মেধা ও সঠিক পরামর্শ বাস্তবায়নে আমি সবসময় সচেষ্ট থাকব। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সম্মানিত হোল্ডিং মালিক ও ব্যবসায়ীদের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে হোল্ডিং ট্যাক্স, ট্রেড লাইসেন্স ফি, ভূমি হস্তান্তর কর, রিকশা লাইসেন্স ফি, বিজ্ঞাপন কর, মার্কেট-এর দোকানভাড়া প্রভৃতি চলতি আর্থিক সালের মধ্যে "অন-লাইন ব্যাংকিং"-এর মাধ্যমে আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

সম্মানিত করদাতাদের সুবিধার্থে বকেয়া কর পরিশোধের লক্ষ্যে সারচার্জ মকুবের সুবিধা দেয়া হয়েছে এবং রাজস্ব আদায়ের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সিটি কর্পোরেশন নিয়মিত পত্র ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ করে সরকারি দপ্তর/অধিদপ্তর-এর

সংস্থাসমূহ, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ মন্ত্রণালয় ভিত্তিক দপ্তর/অধিদপ্তর পাওনা পৌরকর বাবদ ডিও লেটার প্রেরণ করা হয়েছে এবং চসিক কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সরকারি সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের এবং ব্যক্তিমালিকানার সম্মানিত হোল্ডিং মালিক-গণের সাথে বকেয়া পৌরকর পরিশোধের বিষয়ে বিশেষ সভা করা হয়েছে এবং অনাদায়ী পৌরকর আদায়ে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। পৌরকর আদায়ের সুবিধার্থে রিভিউ বোর্ড-এর কার্যক্রম চলমান আছে। এতে সরকারি/সংস্থা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্মানিত করদাতারা স্বপ্রণোদিত হয়ে সাড়া দিয়ে কর পরিশোধ করছেন। কোভিড-১৯ মহামারি চলাকালীনেও কর আদায় অব্যাহত রয়েছে।

ব্যবসায়ীগণের ট্রেড লাইসেন্স নতুন/নবায়ন করতে সব সমস্যা সমাধান করে দ্রুত ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করার লক্ষ্যে তাঁদের ব্যবসায়ী সমিতির কার্যালয়ে স্পট বা তাৎক্ষণিক ট্রেড লাইসেন্স নতুন/নবায়ন ইস্যু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে সম্মানিত ব্যবসায়ীগণ স্বপ্রণোদিত হয়ে নতুন ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করছেন এবং সময়মত নবায়ন করছেন। ফলে ট্রেড লাইসেন্স ইস্যুসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ট্রেড লাইসেন্স ফি আদায়ও বেড়েছে। চলতি অর্থ বছরের মধ্যে চট্টগ্রাম মহানগরীর আওতাধীন সকল ট্রেড লাইসেন্স অটোমেশনের আওতায় আসবে।

এ নগরীকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ, সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত, সুন্দর ও অত্যাধুনিক শহর হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এই পদে আসীন সাবেক সম্মানিত মেয়রগণ আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। অনেকক্ষেত্রে সফলও হয়েছেন। আমাদের বেশ কিছু আয়বর্ধক প্রকল্প ছিল এবং এ থেকে সিটি কর্পোরেশনের আয় ও সম্পদের ভাণ্ডার মজবুত হত। কিন্তু সেই ধারাবাহিকতা আমরা ধরে রাখতে পারিনি। আমার দায়িত্বপালনকালে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব আয়ের উৎসগুলোর পরিধি বাড়াব এবং রাজস্ব আদায়ের প্রক্রিয়াকে সহজতর করব যাতে নগরবাসী কর প্রদানে উৎসাহিত হয়। চট্টগ্রাম নগরীতে যাঁরা আদিবাসী তাঁদের ওপর হোল্ডিং ট্যাক্সসহ কোনো ধরনের অযৌক্তিক কর আরোপ করা হবে না। তবে কর পরিশোধের ক্ষেত্রে সকলের সাথে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে সহমত পোষণ করে সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হবে।

চট্টগ্রাম নগরীর ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও বাসযোগ্য নান্দনিক নগর হিসেবে গড়ে তুলতে হলে বিশাল অঙ্কের অর্থ প্রয়োজন। বাস্তবসত্য হচ্ছে, সেই সক্ষমতা আমাদের নেই। তারপরও উন্নয়ন থেমে থাকতে পারে না। তাই, সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে আমাদের নিজস্ব আয়বর্ধক প্রকল্প গ্রহণ করার ওপর জোর দিচ্ছি। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি আয়বর্ধক প্রকল্পের ডিজাইন আহ্বান করা হয়েছে।

শিক্ষা হচ্ছে অতীত সংস্কৃতির বাহক, বর্তমান সভ্যতার পৃষ্ঠপোষক এবং ভবিষ্যৎ প্রগতির ধারক। শিক্ষা মানুষের মনের অন্ধকার দূরীভূত করে আলোকিত সমৃদ্ধ মানুষে পরিণত করে। বিশ্বমানের বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন গুণগত শিক্ষা। মানুষের ভিতর যে সুপ্ত প্রতিভা ও সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে তা শক্তিতে রূপান্তরের নামই শিক্ষা। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের শিক্ষা কার্যক্রম একটি ঐতিহাসিক উদ্যোগ। ১৯২৭ সালে উপমহাদেশে সর্বপ্রথম তৎকালীন চট্টগ্রাম পৌরসভার চেয়ারম্যান জনাব নুর আহমদ বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের যুগান্তকারী পদক্ষেপগ্রহণ করেন। এর ধারাবাহিকতায় অতীতে সকল সম্মানিত মেয়র শিক্ষাবিভাগকে এগিয়ে নিয়েছেন।

আমার দায়িত্ব পালনকালে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া হবে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জরাজীর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সিটি কর্পোরেশন, জাইকা ও শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অর্থায়নে নতুন ভবননির্মাণ, ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ও মেরামত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ষাণ্মাষিক/প্রাক্ নির্বাচনী, নির্বাচনী ও বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল অনলাইনের মাধ্যমে প্রকাশ করার কার্যক্রম বিদ্যমান।

উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক যেসকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি, স্বীকৃতি, নবায়ন ও শ্রেণি-শাখা খোলার কার্যক্রম গ্রহণে দীর্ঘদিনের জটিলতা রয়েছে তা নিরসনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উপরন্তু, পাঠ্যক্রমের বাইরে সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম ছাড়াও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি চালুকরণে যেমন– তামাকবিরোধী– হাইজিন ও স্বাস্থ্যসচেতনতা বিষয়ক প্রচারণা ছাড়াও যুব রেড ক্রিসেন্ট, স্কাউট, রোভার, রেঞ্জার, গার্লস গাইড ও কাব দল বিষয়ক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন বর্তমানে ০২টি কলেজে অনার্স কোর্স চালুসহ মোট ০৮টি ডিগ্রি কলেজ, ০৭টি উচ্চ-মাধ্যমিক কলেজ, ০৮টি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ৪৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ০৭টি কিন্ডারগার্টেন, ০২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ০১টি কম্পিউটার ইনস্টিটিউট, ০৩টি কম্পিউটার কলেজ (ক্যাম্পাস), ০১টি থিয়েটার ইনস্টিটিউট, ৩০০টি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, ০৮টি জামে মসজিদ, ০২টি এবাদতখানা, ০১টি গণশিক্ষা কেন্দ্র, ০৩টি নৈশ বিদ্যালয়, ০২টি গীতা শিক্ষাকেন্দ্র ও ০৪টি সংস্কৃত টোলসহ কতিপয় বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে। উপরোল্লিখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো চালু রাখতে গিয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে শিক্ষাখাতে প্রতিবছর প্রায় ৪২ কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হচ্ছে।

মানুষের মনুষ্যত্বের পূর্ণতা প্রাপ্তির পাথেয় শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি সম্মানিত নাগরিকগণ যাতে সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে এজন্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকা অনন্য। আমরা জানি, সুন্দর স্বাস্থ্যই সুন্দর মনের উদ্ভাবক। প্রতিটি নাগরিক যেন স্বাস্থ্যসেবা পান তার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আপনারা সকলে অবগত আছেন, বর্তমান সময়ে কোভিড-১৯ মহামারি আমাদের সর্বত্র ভোগাচ্ছে। জনজীবন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে অত্র কর্পোরেশনে জরুরিভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ প্রতিরোধে লালদিঘিপাড়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও লাইব্রেরি ভবনের ২য় ও ৩য়-তলায় ৫০ শয্যাবিশিষ্ট আইসোলেশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এখান থেকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা, ঔষধ, খাবার এবং অক্সিজেন সাপোর্ট ও অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস দেয়া হচ্ছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৪১টি ওয়ার্ডে ২,৫৩,৫৭২ জন নিবন্ধনকৃত নগরবাসীকে সরকার নির্ধারিত সময়ের আগেই টিকার প্রথম ডোজ প্রদান করা হয়েছে। ২য় ডোজ প্রদানের ক্ষেত্রে টিকার মজুত ঘাটতির কারণে আপাতত সীমিত আকারে দেয়া হয়েছে। এ-পর্যন্ত ১,৮৩,৫৯৮ জনকে ২য় ডোজ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া ব্র্যাকের সাথে যৌথ উদ্যোগে করোনা শনাক্তের ৪টি বুথে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য ল্যাবে পাঠানো হচ্ছে। এরপরেও ৪১টি ওয়ার্ডে ও নগরীর গুরুত্বপূর্ণ জনসমাগমের স্থানে করোনা প্রতিরোধের জন্য সুরক্ষাসামগ্রী বুথ স্থাপন করা হয়েছে। নগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডের চিকিৎসাসেবা কেন্দ্রগুলো থেকে মাস্ক, হ্যান্ড সেনিটাইজারসহ সকল সুরক্ষাসামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছে এবং এটা সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদক্ষ ও দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে। করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় সরকার ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি ও শিষ্টাচার যথাযথভাবে মেনে চলার জন্য নগরবাসীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন সেবা ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে মহানগরীকে সার্বিকভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, মশক ও দূষণমুক্ত রাখা কর্পোরেশনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। আমি দায়িত্ব গ্রহণের পর পরিচ্ছন্ন কার্যক্রমে প্রত্যেক কাউন্সিলরের তত্ত্বাবধানে একজন করে কর্মকর্তা ও সহকারীর পরিচালনায় সড়ক, অলিগলি এবং নালা-নর্দমা পরিষ্কার ও আবর্জনা অপসারণে প্রতিদিন পরিচ্ছন্নকর্মীগণ কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁদের মাধ্যমে ৩ ফুট পর্যন্ত প্রশস্ত নালা-নর্দমা থেকে জমে থাকা মাটি উত্তোলন করে পানি চলাচলের প্রবাহ নিশ্চিত করা হয়। জলাবদ্ধতা প্রকল্পের আওতায় তিন ফুটের বেশি প্রশস্ত নালা ও খাল পরিষ্কার এবং পানি চলাচলের প্রবাহ রক্ষা করার সামগ্রিক দায়িত্ব বর্তমানে সিডিএ-র হলেও মশার প্রজনন বৃদ্ধি প্রতিরোধ ও পানি প্রবাহের স্বার্থে অনেক বড়ো নালা-খাল থেকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মাটি উত্তোলনসহ আবর্জনা অপসারণ করছে। নগরীর বিভিন্ন স্থানে জমে থাকা আবর্জনা দ্রুত ডাম্পিং করা হচ্ছে। এরই মধ্যে বিগত ১০০ দিনে নগরীর ৪১টি ওয়ার্ড থেকে ২ হাজার ১ শত ২০ ট্রিপের মাধ্যমে ১০ হাজার ৬ শত টন আবর্জনা ডাম্পিং করা হয়।

এ-পর্যায়ে ৫০টি ছোটো-বড়ো খাল থেকে জমাট আবর্জনা অপসারণ ও ভরাট মাটি উত্তোলন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ ছাড়াও ৭৮৫টি ছোটো-বড়ো নালা-নর্দমা থেকে আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়। পরিচ্ছন্নতা অভিযানকালে নালা-নর্দমার ওপর বিদ্যমান অনেক অবৈধ স্থাপনা এবং অবৈধ স্ল্যাব উচ্ছেদ করা হয়।

নগরীর মানব-বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য বেসরকারি এন.জি.ও. প্রতিষ্ঠান ওয়াটার এইড ও ডিএসকে কর্তৃক হালিশহর আবর্জনাগারে একটি "মানব-বর্জ্য ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট" এবং জাইকা কর্তৃক আরও একটি মানব-বর্জ্য ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট আরেফিন নগর আবর্জনাগারে নির্মাণ করা হয়েছে। নগরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজের মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪১টি ওয়ার্ডকে ২ ভাগে অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ জোনে বিভক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়াও আবর্জনা অপসারণ কাজে পূর্বে নিয়োজিত পে-লোডার, ড্রাম ট্রাক, কন্টেইনার মুভার ইত্যাদি গাড়িবহরে আরো নতুনভাবে গাড়ি সংযোজন করা হয়েছে। নগরীর সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক, মেটারনিটি, ডায়াগ্নোস্টিক সেন্টার, ল্যাব ইত্যাদির বর্জ্য অর্থাৎ মেডিক্যাল বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণের জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। বিদেশি এনজিও সংস্থা UNDP কর্তৃক সরবরাহকৃত ভ্যাকুট্যাগ গাড়ি দিয়ে দু-টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা স্বল্প ব্যয়ে নগরবাসীর নিজস্ব দালান/বাণিজ্যিক ভবন/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সেপটিক ট্যাঙ্ক-এর ময়লা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিষ্কারের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়াও জাইকার অর্থায়নে কমপেক্টর ও আবর্জনাবাহী গাড়ি কয়েকটি ওয়ার্ডে কাজ করছে। নগরীর বড়ো-বড়ো বাজারসমূহ নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

মশার উৎপাত রোধকল্পে ও পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার লক্ষ্যে ৪১টি ওয়ার্ডে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া ও চিকনগুনিয়ারোধে নিয়মিত মশার ঔষধ অ্যাডালডিসাইড ও লার্ভিসাইড স্প্রেকরণ ও নালা-নর্দমা হতে মাটি, আবর্জনা উত্তোলনকাজ অব্যাহত আছে। অন্যদিকে এ বিষয়ে মাইকিং, লিফলেট বিতরণ ও দৈনিক পত্রিকাসমূহে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের মাধ্যমে সম্মানিত নগরবাসীকে সচেতন করা হচ্ছে। নগরীর আবর্জনাসমূহ হালিশহর ও আরেফিন নগর আবর্জনাগারে ফেলা হচ্ছে। নগরীর সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে পোস্টার, ব্যানার ও চিকা ইত্যাদি না লাগানোর জন্য এবং কর্পোরেশনের রাস্তা, ফুটপাথ, নালা ইত্যাদি স্থানে গেট/তোরণ নির্মাণ না করার জন্যও প্রতিনিয়ত লিফলেট বিতরণ, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তিপ্রচার ও মাইকিং করা হয়। নিজের বাড়ির আঙিনায় যেখানে পানি জমে থাকে সেগুলো অপসারণ করতে হবে এবং ফুলের টব, পরিত্যক্ত প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোল, ফ্রিজ ও এয়ার কন্ডিশনারের ট্রের পানি সরিয়ে ফেলার ব্যাপারে সম্মানিত নগরবাসীকে সচেতন থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন-এ অ্যাসফল্ট-এর মাধ্যমে পিচঢালা সড়কের মোট সংখ্যা- ১৩৭৮টি। মোট দৈর্ঘ্য ৮১৫ কি.মি. ও গড় প্রস্থ ৭.২০ মি.। কংক্রিট সড়কের মোট সংখ্যা ১২১৭টি। মোট দৈর্ঘ্য ৩১৯ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ৩.৫৫ মি.। ব্রিক সলিং সড়কের মোট সংখ্যা ১৭৫টি। মোট দৈর্ঘ্য ৩০ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ৩.৫০ মি.। কাঁচা সড়কের মোট সংখ্যা ১৩০টি। মোট দৈর্ঘ্য ১৭ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ৩.৮০ মি.। খালের মোট সংখ্যা ৫৭টি। মোট দৈর্ঘ্য ১৬১ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ৭.২৮ মি.। পাকা ফুটপাথের মোট সংখ্যা ১৩৮টি। মোট দৈর্ঘ্য ১৬৫ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ১.৮০ মি.। প্রতিরোধ দেওয়ালের মোট দৈর্ঘ্য ১০২ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ১.২৫ মি.। মোট ব্রিজ ২০৭টি। গভীর নলকূপ ৪২৩টি। কালভার্ট ১০৫৪টি।

প্রকৌশল বিভাগ-এর কাজকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে ৪টি রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ ট্রাক, ৯টি পানি বহনকারী ট্রাক, ১টি বিটুমিন বহনকারী গাড়ি, ১টি মোবাইল অ্যাসফল্ট, ১টি মিলিং মেশিন, ১টি মাটির কম্প্রেশন ভাইব্রেটর, ১টি ট্রাক মাউন্টেড ক্রেন, ১টি শর্ট বুম স্কেভেটর, ১টি লং বুম স্কেভেটর ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এডিপি খাতে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৩২৮.৭৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। যার মধ্যে–

* চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বন্যা ও জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাসমূহের উন্নয়ন এবং নালা, প্রতিরোধ দেয়াল, ব্রিজ ও কালভার্ট-এর নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পে ৫৫.১২ কোটি টাকা বরাদ্দ হয় ও ব্যয় করা হয়। যার মধ্যে রাস্তার ১৭ কি.মি. প্রতিরোধ দেওয়াল নির্মাণ, ৩ কি.মি., ড্রেন নির্মাণ, ১৪ কি.মি. ব্রিজ নির্মাণ ৭টি।

* বহদ্দারহাট বারইপাড়া হতে কর্ণফুলী নদী পর্যন্ত খাল খনন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩ কি.মি. খালের ২৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ৫টি এলএ মামলায় ভাগ করা হয়। যার মধ্যে ৩টি মামলার অধিগ্রহণ ভূমি মন্ত্রণালয়ে অনুমোদিত হয় এবং বাকি ২টি এলএ মামলা অনুমোদিত হলে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ভৌত-কাজ শুরু করা যাবে।

* চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক এবং ব্রিজসমূহের উন্নয়নসহ আধুনিক "যান-যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও সড়ক আলোকায়ন" শীর্ষক প্রকল্পটির ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৫৬.৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ও অবমুক্ত করা হয়। উক্ত বরাদ্দের আওতায় ২৭ কি.মি. রাস্তা উন্নয়নের কাজ ও ১৫টি নির্মাণ যান-যন্ত্রপাতি ক্রয়ের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

* একনেক কর্তৃক অনুমোদিত "চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকার ওয়ার্ডের "সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন এবং বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি ১২২৯.৯৭ কোটি টাকা ব্যয়ে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি চলমান আছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ১৭২.৫৩ কোটি টাকা বরাদ্দ ও ব্যয় করা হয়। বরাদ্দকৃত ব্যয়ের মধ্যে রাস্তা উন্নয়ন ৫৮ কি.মি. ও ব্রিজ নির্মাণ ৫টি সম্পন্ন করা হয়েছে।

* চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন "পরিচ্ছন্ন কর্মীনিবাস নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৭টি ১৪ (চৌদ্দ)-তলা ভবন নির্মাণের জন্য দরপত্র আহ্বান করে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং বাস্তবায়নাধীন আছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৯.৩৭ কোটি টাকা বরাদ্দ ও ব্যয় করা হয়েছে।

* বাংলাদেশ মিউনিসিপ্যাল ডেভলপমেন্ট ফান্ড (বি.এম.ডি.এফ.)-এর অর্থায়নে নগরীর হালিশহরস্থ ফইল্যাতলী বাজারে বহুতলবিশিষ্ট কিচেন মার্কেটের নির্মাণকার্য প্রায় শেষ পর্যায়ে। তা ছাড়া দক্ষিণ আগ্রাবাদ ৩০.৮৪ গণ্ডা জমির ওপর বাণিজ্যিক ভবনের নির্মাণকার্য এগিয়ে চলছে।

* চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতায় "এয়ারপোর্ট রোডসহ বিভিন্ন সড়কসমূহ উন্নয়ন ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি ২৪৯৯.০৯২৪ কোটির প্রকল্পটি পিইসি সভায় অনুমোদিত হলে একনেক সভায় প্রেরণ করা হবে।

* চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের "আধুনিক নগর ভবন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটির প্রাক্কলন ভেটিং সম্পন্ন হলে প্রি-একনেক সভায় প্রেরণ করা হবে।

জাইকা সিজিপি প্রকল্পের ব্যাচ ১–এ প্রায় ১৫৬ কোটি ব্যয়ে ব্রিজ, রাস্তা ও রিটেইনিং ওয়ালের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ব্যাচ ২–এ প্রায় ২৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে রাস্তা, ব্রিজ, স্কুল ভবন নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। এর মধ্যে পোর্ট কানেক্টিং রোড অন্তর্ভুক্ত আছে। পোর্ট কানেক্টিং রোডের ঠিকাদার তাঁর নির্ধারিত সময়ে কাজ করতে ব্যর্থ হওয়ায় কাজ বাতিল করে নতুন করে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। আশা করা যায়, আগামী বছর ফেব্রুয়ারির মধ্যে নতুন ঠিকাদার-এর মাধ্যমে পোর্ট কানেক্টিং রোডের কাজ সম্পন্ন হবে।

এ ছাড়াও জাইকার অর্থায়নে চলমান সিজিপি প্রকল্পের ব্যাচ ২–এর সংশোধিত প্রকল্প অনুসারে ৩৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে ২২টি প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে, যা আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে। অত্র কর্পোরেশনের সম্মানিত নাগরিকগণের বাণিজ্যিক কর্ম-ঘণ্টা বৃদ্ধিসহ রাত্রিকালীন নিরাপদ ও অবাধ চলাচলের সুবিধার্থে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ৪১টি ওয়ার্ডের সকল রাস্তা ও অলিগলিতে স্থাপিত পিডিবি পোলে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুন জিআই পোল স্থাপন করে টিউব, এনার্জি ও LED বাতি দ্বারা আলোকায়ন করা হয়েছে। ফলে বর্তমানে সর্বমোট বাতিসংখ্যা আনুমানিক ৪১ হাজার। বর্তমানে আমি দায়িত্বগ্রহণ করার পর ৪১টি ওয়ার্ডে এনার্জি বাল্বের পরিবর্তে ০২ বৎসর ওয়ারেন্টিযুক্ত LED গোল বাল্ব এবং চক-স্ট্যার্টারযুক্ত টিউব-লাইটের পরিবর্তে ০১ বৎসর ওয়ারেন্টিযুক্ত LED টিউব-লাইট প্রতিস্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। নগরীর প্রধান সড়কসমূহে স্থাপিত বাতিসমূহ পথচারী ও গাড়ি চলাচলের সুবিধার জন্য উন্নত বিশ্বের আলোকে Smart City-র আদলে পূর্বে স্থাপিত ৮৬ কি.মি. LED বাতির ধারাবাহিকতায় প্রধান ৩০টি সড়কের ৭৬ কি.মি. আলোকায়ন করা হয়েছে। এই বাতিসমূহ CCMS (সেন্ট্রাল কন্ট্রোল মনিটরিং সিস্টেম) সফটরয়্যার-এর মাধ্যমে অন-অফ করা হয়। এতে পূর্বের তুলনায় বিদ্যুৎ খরচ অর্ধেকে নেমে আসবে। পাশাপাশি ০৫ বৎসর ওয়ারেন্টিযুক্ত LED বাতির কারণে বর্তমানে রক্ষণাবেক্ষণ খরচ মোটেই নেই।

নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডের প্রতি ওয়ার্ডে কম-বেশি ১০ কি.মি. করে ৪৬৬ কি.মি. সড়কে LED বাতি স্থাপনের জন্য ২৬০.৮৯৮৭ কোটি টাকার একটি প্রকল্প ভারতীয় লোন (LOC-3) ও সরকারি অর্থায়নে একনেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুমোদন প্রদান করেন। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২০,৬০০টি LED বাতি স্থাপিত হবে। বৈদেশিক অর্থায়নে উক্ত প্রকল্পের কাজ দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। আগামী অর্থ বছরে (২০২১-২২) উক্ত প্রকল্পের আওতায় প্রতি ওয়ার্ডে আনুমানিক ০৩ কি.মি. করে ১২০ কি. মি. সড়কে আলোকায়নের কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত বাতিসমূহ ৫ (পাঁচ) বছর মেরামত খরচ সংশ্লিষ্ট স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠান বহন করবে বিধায় কর্পোরেশনের রক্ষণাবেক্ষণ খাতে কোনো অর্থ ব্যয় হবে না। উপরোক্ত সড়ক বাতির কার্যক্রমসমূহ সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন হলে নগরীর ৪১টি ওয়ার্ড এলাকা শতভাগ LED বাতির আওতায় চলে আসবে।

চট্টগ্রাম নগরীর ট্র্যাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থাপনা মোটেই সন্তোষজনক নয়। তাই চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের পরামর্শক্রমে আধুনিক সিগন্যাল স্থাপনের জন্য আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে নগরীর কাজীর দেউড়ি ও নিউ মার্কেট মোড়ে আধুনিক ট্র্যাফিক সিগনাল বাতির আধুনিকায়ন কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত কাজ সম্পন্ন হলে অন্যান্য মোড়েও একইভাবে আধুনিকায়ন কাজ করতে প্রয়োজনীয় প্রকল্পগ্রহণ করা হবে।

চট্টগ্রাম শহরের যানজট নিরসনের স্বার্থে গণপরিবহণের বিকল্প হিসেবে চলমান সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি মেট্রোরেল/ মনোরেল চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এ ছাড়াও শহরে প্রতিদিন যে পরিমাণ বর্জ্য উৎপন্ন হয় তা অপসারণের যথেষ্ট জায়গা না থাকায় এ-বিষয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন তীব্র জায়গা সংকটে পড়ে। তাই বর্জ্যের পরিমাণ কমানোর তাগিদে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

জলাবদ্ধতা নিরসনে বিগত ৪ বছরে নগরীর প্রতিটি সড়কের পাশে পরিকল্পিত ড্রেন নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনে ৫ হাজার ৬ শত ১৬ কোটি টাকার মেগা প্রকল্প সিডিএ কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। যার বাস্তবায়নের দায়িত্ব বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও পানি উন্নয়ন বোর্ড ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সরকারের প্রকল্প সহায়তায় জলাবদ্ধতা নিরসনে কাজ করছে। আশা করা যায়, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উন্নয়নকাজ সম্পন্ন হলে চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনে দৃশ্যমান পরিবর্তন হবে। দৃষ্টিনন্দন হবে আমাদের প্রিয় বাণিজ্যিক রাজধানী।

হিসাব বিভাগের সকল ধরনের কার্যক্রম সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে পরিচালনার লক্ষ্যে ATN RK সফ্টওয়্যারের কোম্পানি ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে। এ সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে সকল দেনা-পাওনার হিসাব সন্নিবেশ করার কাজ চলমান। প্রায় হাজার কোটি টাকার দেনা নিয়ে আমি দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুয়িটি সহসা প্রদানের বিষয়ে আমি চিন্তা-ভাবনা করছি। আশা করছি, অচিরেই এ-সমস্যা সমাধান হবে ইনশাল্লাহ। বিভিন্ন ব্যাঙ্কে স্থায়ী জামানতকৃত টাকাসমূহ দিয়ে পর্যায়ক্রমে প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র ক্রয় করার নির্দেশনা প্রদান করেছি।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ পরিবেশ উন্নয়নে ব্যাপক হারে বৃক্ষরোপণ করা হচ্ছে। সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমেই আমরা দেশকে সবুজে শ্যামলে ভরে দিতে সক্ষম হবো। আসুন, আমরা গাছ লাগাই, পরিবেশ বাঁচাই। 'মুজিববর্ষে অঙ্গীকার করি, সোনার বাংলা সবুজ করি'। নগরীর প্রত্যেক ওয়ার্ডে বৃক্ষরোপণ ও ছাদ বাগান পরিকল্পিতভাবে করা হবে। বর্তমানে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অধীনে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প চলমান আছে। এ প্রকল্পের অধীনে নগরীর বিভিন্ন বস্তি ও দূরবর্তী এলাকাগুলোতে (Marginal Areas) বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা ও সেবার আওতায় আনা হচ্ছে। এ প্রকল্প ছাড়াও বস্তিসমূহে বিভিন্ন জরুরিসেবা যেমন– স্বাস্থ্যকর টয়লেট নির্মাণ, দুর্যোগকালীন ত্রাণ সরবরাহ ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নগরীর দারিদ্র্য বিমোচন প্ল্যাটফর্মে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে ব্র্যাক।

প্রতিবন্ধীরা সমাজের অংশ। শারীরিক অথবা মানসিক কিছু ত্রুটির জন্য হয়তো তাঁদের স্বাভাবিক জীবনযাপনে সমস্যা হয়, কিন্তু তাঁদের রয়েছে প্রতিভা ও পরিশ্রম করার মন-মানসিকতা। তাঁদের উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করে তুলতে হবে যাতে তাঁরাও জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। প্রতিবন্ধীদেরকে কোনো অবস্থাতেই এড়িয়ে চলতে পারি না। এঁদের জন্য সহানুভূতি নয়, প্রয়োজন মানসিক শক্তি দিয়ে তাঁদের সামনের দিকে এগিয়ে দেয়া। তাহলেই তাঁদের প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে নগরীর বিশেষ শিশুদের কল্যাণে ভূমিকা রাখার সুযোগ থাকায় চলতি বাজেটে অটিজমসহ অবকাঠামোগত উন্নয়নে ২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ ছাড়াও আমি ব্যক্তিগতভাবে নিষ্পাপ অটিজম স্কুল-এর ছাত্র-ছাত্রীদের আমার সম্মানী থেকে ৫০,০০০/- টাকা অনুদান দেয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের দূরদর্শী ও মানবিক নেতৃত্বে অনেক অটিস্টিক শিশু আজ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার স্বপ্ন দেখছে। বিত্তবানদের চিত্তের প্রসন্নতায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই। এ-যাত্রায় আমরাও তার সারথি হবো।

এ-শহর সবার। তাই, নগরীকে পরিচ্ছন্ন বাসযোগ্য করতে সবার পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রয়োজন। পরিবহণ খাতের শৃঙ্খলা ফেরাতে আমি পরিবহণ মালিক ও নেতাদের সাথে বসবো। সবার সমন্বয়ে আমি নগরীকে নান্দনিকভাবে সাজাতে চাই। আশা করি, সবার সহযোগিতা আমি পাবো।

নগরীর ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়ি এলাকায় বসবাসকারীদের নিরুৎসাহিত করে সমতটের প্রান্তিক শ্রেণির পরিবারের আবাসন সংস্থানের জন্য ইউএনডিপি-র ইতিবাচক উদ্যোগকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন দীর্ঘমেয়াদি ভূমি বন্দোবস্তসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে। বর্তমানে বস্তিগুলোর চিত্র খুবই করুণ। অপরিছন্ন পরিবেশে সংক্রমণজনিত রোগ-বালাইয়ের বিস্তার ঘটছে। এই পরিস্থিতিতে বস্তিগুলোতে সুয়ারেজ ব্যবস্থাপনা, সুপেয় পানি সরবরাহ ও পরিছন্নতা প্রকল্পে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকে আমরা স্বাগত জানাবো। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন নগরীর ২৪টি ওয়ার্ডে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সঠিকভাবে-এর প্রয়োগ ও পালন করা গেলে নগরীর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাগ্য পবিবর্তনে ইতিবাচক অগ্রগতি সাধিত হবে।

নগরবাসীর সুবিধার্থে নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সংবলিত পাবলিক টয়লেট পর্যায়ক্রমে নির্মাণ করা হবে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতায় পাবলিক টয়লেট ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে ওয়াটার এইড এবং ডিএইচকে এগিয়ে আসায় তাদেরকে অভিনন্দন জানাই।

সকল শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিদের যৌক্তিক পরামর্শ ও মতামত নিয়ে আমি নগরবাসীকে সেবা দিতে আন্তরিক প্রত্যয়ী। এই নগরী আমার একার নয়, সকলের । আমি সকলের সেবক হতে চাই। এক্ষেত্রে প্রিয় সাংবাদিকদের সহযোগিতা একান্ত কাম্য। আমি তাঁদের পাশে আছি এবং থাকবো। তাঁরা পাশে থাকার প্রত্যয় ও প্রতিশ্রুতি প্রদানে পরম স্বস্তিবোধ করছি। চট্টগ্রামকে সকলের বাসযোগ্য নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে জনগুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো অগ্রাধিকারভিত্তিতে ১০০ দিনে সম্পন্ন করার কার্যক্রম ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। আরো ১০০ দিন এ-কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

নগরীর উন্নয়নের সাথে ঠিকাদাররা সরাসরি জড়িত। একজন ঠিকাদারের সততা, স্বচ্ছতা ও আন্তরিকতা না থাকলে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নকাজ করা সম্ভব নয়। ঠিকাদারদের সাথে প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় না থাকলে মানসম্মত কাজও হয়না। এই শহর আপনার, এই নগরীকে সুন্দর ও নান্দনিকভাবে গড়ে তোলা প্রত্যেক ঠিকাদারের নৈতিক দায়িত্ব। ব্যবসা করতে গিয়ে ঠিকাদাররা ব্যক্তিস্বার্থের কথা চিন্তা করে কাজ করলে উন্নয়নকাজ এগিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। ঠিকাদাররা আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে আসলে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিকতার অভাব থাকবে না।

নতুন প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নগরীর বিভিন্ন এলাকায় তুলে ধরা হলে আগামীর নেতৃত্ব বাংলাদেশকে আরো সুচারুভাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, অসাম্প্রদায়িক, আদর্শ, মূল্যবোধ ও বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সকলকে স্ব-স্ব অবস্থান থেকে দায়িত্বপালন করার আহ্বান জানাই।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা শূন্য হাতে দেশের দায়িত্বভারগ্রহণ করে আজ দেশকে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত করেছেন। আমারও প্রচেষ্টা থাকবে সিটি কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধির জন্য আয়বর্ধক প্রকল্পগ্রহণ করে সিটি কর্পোরেশনকে একটি শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো এবং সুন্দর ও নান্দনিক বাসযোগ্য নিরাপদ আধুনিক নগর হিসাবে গড়ে তোলা।

চট্টগ্রামকে স্মার্ট সিটি হিসেবে গড়ে তুলতে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ-ধরনের স্মার্ট সিটি গড়ে তোলার মাধ্যমে উন্নত ও সহজ পন্থায় নগরবাসীকে সেবা দিতে পারবো বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বিওটি-এর আওতায় প্রকল্পগ্রহণ করা হবে–

* চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রকল্প;
* চট্টগ্রাম মহানগরীর যানজট নিরসনে মেট্রোরেল নির্মাণ প্রকল্প;
* ঠাণ্ডাছড়ি পার্ক উন্নয়ন;
* চট্টগ্রাম মহানগরীর আউটার রিং রোডের পাশে সী সাইটে ওশান পার্ক ও স্মৃতিসৌধ নির্মাণ।

ডিপিপি : প্রক্রিয়াধীন রয়েছে–

* চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পার্ক ও খেলার মাঠ উন্নয়ন;
* চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ফুট ওভারব্রিজ ও মেকানিক্যাল পার্কিং স্থাপন;
* চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ওয়ার্ড অফিসসমূহ সংস্কার ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসহ বিভিন্ন আয়বর্ধক প্রকল্প;
* চট্টগ্রাম মহানগরীতে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ;
* চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় স্বাধীনতা স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহের সংরক্ষণ প্রকল্প;
* আগ্রাবাদ ডেবা ও পাহাড়তলী জোড় দিঘির সংস্কার।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাসমূহ–

১। আধুনিক নগর ভবননির্মাণ;
২। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন স্মার্ট সিটি প্রকল্প;
৩। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এয়ারপোর্ট রোড সম্প্রসারণ ও বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন ও বিনির্মাণ;
৪। সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবননির্মাণ;
৫। মাস্টার প্ল্যানের সুপারিশমতে প্রস্তাবিত নতুন সড়ক নির্মাণ;
৬। মুরাদপুর, ঝাউতলা, অক্সিজেন ও আকবর শাহ রেলক্রসিং-এর ওপর ওভার পাস নির্মাণ;
৭। ঢাকামুখী, কক্সবাজারমুখী ও হাটহাজারীমুখী বাস টার্মিনাল নির্মাণ;
৮। ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ;
৯। নগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে ফুট ওভার ব্রিজ ও ওভারপাস/আন্ডারপাস নির্মাণ;
১০। সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব জায়গায় স্পোর্টস কমপ্লেক্স নির্মাণ;
১১। নগরীর কাঁচা বাজারগুলো আধুনিকায়ন;
১২। চান্দগাঁও এলাকায় আধুনিক স্লটার হাউস-নির্মাণ;

১৩। সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন বর্তমান বাকলিয়া স্টেডিয়ামে স্পোর্টস কমপ্লেক্স নির্মাণ;

১৪। ওয়ার্ডভিত্তিক খেলার মাঠ, শিশু পার্ক, কমিউনিটি সেন্টার, মিলনায়তন, ব্যায়ামাগার ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ;

১৫। চট্টগ্রাম মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে আধুনিক কনভেনশন হল নির্মাণ;

১৬। নগরীতে জোনভিত্তিক মুক্তমঞ্চ ও থিয়েটার ইনস্টিটিউট নির্মাণ;

১৭। বিবিরহাট গরুর বাজার শহর হতে দূরে ফতেয়াবাদ স্থানান্তর করা;

১৮। নগরীর প্রধান সড়কসমূহের ফুটপাথ, মিডিয়ান, রাউন্ড-অ্যাবাউট, আধুনিকীকরণ এবং লেন পার্কিং ও জেব্রা ক্রসিংসহ উন্নয়ন;

১৯। নগরীর কাঁচা সড়কসমূহ পাকাকরণ;

২০। হকার পুনর্বাসন প্রকল্প।

পরিশেষে, আমি কর্পোরেশনের সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আপনাদের গঠনমূলক সমালোচনা ও আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি এবং বাজেট প্রণয়নের সাথে জড়িত স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যবৃন্দ, হিসাব বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই। এখন বাজেট-এর খাতওয়ারি বিবরণী উপস্থাপনের জন্য অর্থ ও সংস্থাপন স্ট্যান্ডিং কমিটির সম্মানিত সভাপতি জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল-কে অনুরোধ করছি।

তারিখ :
১৩ই আষাঢ়, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
২৭-এ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
রবিবার।

(মো. রেজাউল করিম চৌধুরী)
মেয়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

সংশোধিত বাজেট ২০২০-২০২১ অর্থ বছর

এবং বাজেট ২০২১-২০২২ অর্থ বছর

আয় খাত

ক্রমিক নং	বিবরণী	বাজেট ২০২১-২০২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২০২১	বাজেট ২০২০-২০২১
১	২	৩	৪	৫
	প্রাপ্তি :			
১।	বকেয়া কর ও অভিকর-(নগদান নোট-১)	২১৮,১৫,০০,০০০.০০	৪৩,০০,০০,০০০.০০	১৯৯,১৭,৪০,০০০.০০
২।	হাল কর ও অভিকর-(নগদান নোট-২)	১৮৩,৭৬,০০,০০০.০০	১০৮,০০,০০,০০০.০০	১৪৯,২৩,০২,০০০.০০
৩।	অন্যান্য করাদি- (নগদান নোট-৩)	১৩২,০২,৫০,০০০.০০	৮৯,০৫,৮০,০০০.০০	১৩১,০২,৫০,০০০.০০
৪।	ফিস- (নগদান নোট-৪)	১২৪,১৫,৫০,০০০.০০	৭৮,৮০,৪০,০০০.০০	১২২,১০,৫০,০০০.০০
৫।	জরিমানা-	৫০,০০,০০০.০০	২৫,০০,০০০.০০	৫০,০০,০০০.০০
৬।	সম্পদ হতে অর্জিত ভাড়া ও আয়-(নগদান নোট-৫)	১১৩,৯০,০০,০০০.০০	৬৯,৬২,০০,০০০.০০	৯৮,৯০,০০,০০০.০০
৭।	ব্যাঙ্ক স্থিতি থেকে আয়-	৫,০০,০০,০০০.০০	১,৫০,০০,০০০.০০	৫,০০,০০,০০০.০০
৮।	বিবিধ আয়- (নগদান নোট-৬)	৪৫,০২,০০,০০০.০০	২৮,৯৮,৭৫,০০০.০০	২৭,৬২,০০,০০০.০০
৯।	ভর্তুকি- (নগদান নোট-৭)	২৯,৫০,০০,০০০.০০	১৯,৬৫,০০,০০০.০০	২৭,২৫,০০,০০০.০০
	নিজস্ব উৎসে মোট প্রাপ্তি=	৮৫২,০১,০০,০০০.০০	৪৩৮,৮৬,৯৫,০০০.০০	৭৬০,৮০,৪২,০০০.০০
১০।	ত্রাণ সাহায্য-	৪,০০,০০,০০০.০০	১,০০,০০,০০০.০০	৮০,০০,০০০.০০
১১।	উন্নয়ন অনুদান- (নগদান নোট-৮)	১৫৭০,০০,০০,০০০.০০	৫২৯,৩২,৫০,০০০.০০	১৬২৩,৫০,০০,০০০.০০
১২।	অন্যান্য উৎস- (নগদান নোট-৯)	৩৭,৯৫,০০,০০০.০০	৩২,১৭,০০,০০০.০০	৫১,২০,০০,০০০.০০
	মোট=	১৬১১,৯৫,০০,০০০.০০	৫৬২,৪৯,৫০,০০০.০০	১৬৭৫,৫০,০০,০০০.০০
	সর্বমোট প্রাপ্তি=	২৪৬৩,৯৬,০০,০০০.০০	১০০১,৩৬,৪৫,০০০.০০	২৪৩৬,৩০,৪২,০০০.০০

(মোঃ রেজাউল করিম চৌধুরী)

মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

সংশোধিত বাজেট ২০২০-২০২১ অর্থ বছর

এবং বাজেট ২০২১-২০২২ অর্থ বছর

ব্যয় খাত

ক্রমিক নং	বিবরণী	বাজেট ২০২১-২০২২	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২০২১	বাজেট ২০২০-২০২১
১	২	৩	৪	৫
	পরিশোধ :			
১।	বেতনভাতা ও পারিশ্রমিক- (নগদান নোট-১০)	২৯৩,৭৫,০০,০০০.০০	২৩৭,২৪,২০,০০০.০০	২৯০,৪০,০০,০০০.০০
২।	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ-(নগদান নোট-১১)	৫৯,১৫,০০,০০০.০০	২২,৩৪,৫০,০০০.০০	৫৪,৯০,০০,০০০.০০
৩।	ভাড়াকর ও অভিকর- (নগদান নোট-১২)	৯,৯৫,০০,০০০.০০	৩,৩৬,০০,০০০.০০	৬,৯৫,০০,০০০.০০
৪।	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও পানি- (নগদান নোট-১৩)	৫২,৫০,০০,০০০.০০	২৯,৩৫,০০,০০০.০০	৪৬,৫০,০০,০০০.০০
৫।	কল্যাণমূলক ব্যয়- (নগদান নোট-১৪)	৩৯,৭৫,০০,০০০.০০	৮,৩৪,০০,০০০.০০	৩৮,৯৫,০০,০০০.০০
৬।	ডাক, তার ও দূরালাপনী- (নগদান নোট-১৫)	১,৬৬,৫০,০০০.০০	৫৩,৫০,০০০.০০	১,৭১,০০,০০০.০০
৭।	আতিথেয়তা ও উৎসব- (নগদান নোট-১৬)	৬,০৫,০০,০০০.০০	২,২৫,০০,০০০.০০	৬,০৫,০০,০০০.০০
৮।	বিমা- (নগদান নোট-১৭)	৫০,০০,০০০.০০	১৫,০০,০০০.০০	৫৫,০০,০০০.০০
৯।	ভ্রমণ ও যাতায়াত-(নগদান নোট-১৮)	১,৫৫,০০,০০০.০০	৩০,০০,০০০.০০	১,৭৫,০০,০০০.০০
১০।	বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা-(নগদান নোট-১৯)	৫,৭৫,০০,০০০.০০	১,৭৭,০০,০০০.০০	৫,৮৫,০০,০০০.০০
১১।	মুদ্রণ ও মনিহারি-(নগদান নোট-২০)	৫,৯৫,০০,০০০.০০	১,৮৯,৫০,০০০.০০	৫,৪৫,০০,০০০.০০
১২।	ফিস বৃত্তি ও পেশাগত ব্যয়-(নগদান নোট-২১)	১,০৩,০০,০০০.০০	১৭,০০,০০০.০০	১,১৩,০০,০০০.০০
১৩।	প্রশিক্ষণ ব্যয়-(নগদান নোট-২২)	১,১৫,০০,০০০.০০	১৫,০০,০০০.০০	৮৫,০০,০০০.০০
১৪।	বিবিধ ব্যয়-(নগদান নোট-২৩)	৩৮,৫৯,০০,০০০.০০	২২,৯৬,৫০,০০০.০০	২৩,৮৪,০০,০০০.০০
১৫।	ভাণ্ডার-(নগদান নোট-২৪)	৮৪,২৫,০০,০০০.০০	৩১,৭৫,০০,০০০.০০	৭২,৫০,০০,০০০.০০
	মোট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ=	৬০১,৫৮,৫০,০০০.০০	৩৬২,৫৭,২০,০০০.০০	৫৫৭,৩৮,০০,০০০.০০
১৬।	ত্রাণ ব্যয়-	৪,০০,০০,০০০.০০	১,০০,০০,০০০.০০	৮০,০০,০০০.০০
১৭।	বকেয়া দেনা-(নগদান নোট-২৫)	৮৩৪,৩০,০০,০০০.০০	৫৬,৭৫,০০,০০০.০০	৭৯০,৬০,০০,০০০.০০
১৮।	স্থায়ী সম্পদ-(নগদান নোট-২৬)	১০৬,৪০,০০,০০০.০০	২৩,৫৫,০০,০০০.০০	১০২,৯৫,০০,০০০.০০
১৯।	উন্নয়ন (ক) রাজস্ব তহবিল ও অন্যান্য (নগদান নোট-২৭(ক)	১৪২,০০,০০,০০০.০০	৪৭,৭৭,০০,০০০.০০	১৫৪,০০,০০,০০০.০০
২০।	উন্নয়ন (খ) এডিপি/অন্যান্য (নগদান নোট-২৭ (খ)	৭৪০,০০,০০,০০০.০০	৪৮১,১৭,৫০,০০০.০০	৭৯০,৫০,০০,০০০.০০
২১।	অন্যান্য ব্যয়-(নগদান নোট-২৮)	৩২,৭০,০০,০০০.০০	২৫,৯২,০০,০০০.০০	৩৭,৯৫,০০,০০০.০০
	মোট=	১৮৫৯,৪০,০০,০০০.০০	৬৩৬,১৬,৫০,০০০.০০	১৮৭৬,৮০,০০,০০০.০০
	মোট=	২৪৬০,৯৮,৫০,০০০.০০	৯৯৮,৭৩,৭০,০০০.০০	২৪৩৪,১৮,০০,০০০.০০
	উদ্বৃত্ত=	২,৯৭,৫০,০০০.০০	২,৬২,৭৫,০০০.০০	২,১২,৪২,০০০.০০
	সর্বমোট=	২৪৬৩,৯৬,০০,০০০.০০	১০০১,৩৬,৪৫,০০০.০০	২৪৩৬,৩০,৪২,০০০.০০

(মোঃ রেজাউল করিম চৌধুরী)

মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন